بسم الله الرحمن الرحيم

# মিহওয়ার

ত্রৈমাসিক

# মিহওয়ার

জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ

[দশম সংখ্যা]

মাঘ-চৈত্র ১৪৩২
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬
শাবান-শাওয়াল ১৪৪৭

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
معهد التفكر والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

# সূচিপত্র

০৭ সম্পাদকীয়

❖ ইসলামী চিন্তাদর্শন

১১ **মুসলিম উম্মাহ এবং আগামীর বিশ্বব্যবস্থা**
প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন আজাদ

❖ মুসলিম চিন্তাধারা

৩১ **ইসলামী চিন্তাদর্শনে জাহেরী ধারা**
ড. উমর ফররুখ
অনুবাদ : জান্নাত আরা তাবাসসুম

❖ উসূল ও মাকাসিদ

৫১ **নববী সীরাতে ফিকহুল মীযানের প্রয়োগ**
প্রফেসর ড. আলী আল-কারদাগী
অনুবাদ : আব্দুস সালাম

❖ আখলাক ও নন্দনতত্ত্ব

৮৯ **শিল্পকলা ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিকোণ**
প্রফেসর ড. সাইয়েদ হোসাইন নাসর
অনুবাদ : মুশফিকুর রহমান

❖ রাজনীতি ও অর্থনীতি

১০১ **ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন**
নাজমুস সাকিব নাঈম

❖ সমাজ ও সংস্কৃতি

১৩৫ **একুশ শতকের যুবমানসে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও বাংলাদেশ : নয়া ব্যবস্থাপনায় আমাদের ভাবনা**

মিফতাহুর রহমান

❖ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ডি-৮

১৫৯ **বিশ্বব্যবস্থার ভূমিকম্প: সংকটের রাজনীতি ও নতুন দিগন্ত**

সালমান মাহফুজ

অন্যান্য

❖ সাইয়েদ নকীব আল আত্তাস স্মরণে

১৭১ **প্রোলেগোমেনা টু দ্য মেটাফিজিক্স অব ইসলাম: ইসলামী বিশ্বদর্শন ব্যাখ্যায় নকীব আল আত্তাসের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প**

সা'দ মুসান্না

১৮৭ **সাইয়েদ নকীব আল আত্তাস : স্মৃতি, উত্তরাধিকার ও আমার কল্পনার গাজ্জালীর প্রতিচ্ছবি**

ড. জাফর পারাম্বুর

অনুবাদ : সাব্বির হাসান সিফাত

# সম্পাদকীয়

মহান দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং ইলমুল উমরানের জনক ইবনে খালদুন একটি সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা–

১. উষাকাল;
২. শ্রেষ্ঠ সময়;
৩. পতনকাল।

এ তিনটি পর্যায়কেই তিনি অসাধারণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ পর্যালোচনামূলক আলোচনায় তিনি বলেন, "জালেমরা যুদ্ধের মাধ্যমে এবং সভ্যরা শান্তির মাধ্যমে একটি অঞ্চল বিজয় করে থাকে। আর জুলুম সর্বদাই একটি সভ্যতার পতন ডেকে আনে।"

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ায় সমগ্র মানবতার বিষফোঁড়া এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে উপরোক্ত দু'টি মন্তব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সভ্যতার উষাকালেও তারা যেমন নৃশংসতার প্রমাণ দিয়েছে, সে ধারাবাহিকতায় তারা আজও জুলুমের উপরেই টিকে আছে। মুখে তারা যতোই মানবাধিকারের বাণী জপতে থাকুক না কেনো, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হলো জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন; যার কাজই হচ্ছে শুধুমাত্র পশ্চিমাদের স্বার্থরক্ষার সময়ই তথাকথিত শান্তির বার্তা বিলানো।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পুরোটাই টিকে আছে জুলুমের উপর নির্ভর করে। পশ্চিমাদের এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তাবৎ বিশ্ব এখন হন্য হয়ে মুক্তির দুয়ার খুঁজছে। শুধু মানবতাই নয়, সুনীল আকাশের পক্ষীকুল থেকে শুরু করে সাগরের অতল গহ্বরের প্রাণীরাও আজ পশ্চিমাদের বিষাক্ত থাবায় বন্দী। নিজেদেরকে মানব দরদী, পরিবেশবাদী এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরলেও পশ্চিমাদের অভ্যন্তরীণ কৃষ্ণকায় দিকটি সাম্প্রতিককালে আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

অপারেশন তুফান আল-আকসার পর জায়নবাদী গোষ্ঠী তাদের অন্ধকার দিকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। গাজার শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের উপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েও তারা হামাসের মুজাহিদদেরকেই সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং ইসরায়েলকে এ আক্রমণের জন্য সকল দিক থেকে সাহায্য করেছে। এরপর বিগত মার্চের আমেরিকা-ইসরায়েলের সাথে ইরানের লড়াইটা পশ্চিমাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যেসব ক্ষেত্রে পশ্চিমারা রাজনৈতিকভাবে টিকতে পারেনি, শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সেখানেই হয় তারা অর্থনীতিকে ব্যবহার করেছে, আর নাহয় সমরাস্ত্রকে ব্যবহার

করেছে। সামরিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর উপর নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং সাধারণ মানুষের বসতির উপরই তারা নৃশংসভাবে হামলা চালিয়েছে। আর এর পেছনে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো নগ্নভাবে মিথ্যা বয়ান তৈরি করে তাদের পক্ষেই ওকালতি করে উল্টো মজলুমকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে। তাবত দুনিয়ায় এভাবেই তারা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে।

পশ্চিমারা যে কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিকেই ব্যবহার করেছে, মোটেও তা নয়। জুলুমকে বৈধতাদানের জন্যও তারা জ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই তারা জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রাসনের জন্য নির্দিষ্ট একাডেমিয়া এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে তৈরি করেছে, যাদের কাজই হচ্ছে যেকোনো কৌশলে নিজ দেশ, সমাজ, মাটি ও মানুষের উপরে পশ্চিমাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। এভাবেই জ্ঞানকে শোষণের হাতিয়ার বানিয়ে পশ্চিমারা প্রতিটি দেশেই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাদাস তৈরি করে রেখেছে।

অতএব, এমন একটি পরিস্থিতিতে স্বভাবতই পশ্চিমা সভ্যতার পতনের সময় চলে এসেছে। বর্তমানের মতো এমন অবস্থায় তাবত দুনিয়া কখনই চলতে পারে না। যার ফলে আমাদের জন্য প্রয়োজন নতুন একটি সভ্যতার চিন্তাকে লালন করা এবং তা তুলে ধরা। পৃথিবীর ইতিহাসকে সামনে রাখলে দেখা যায় যে, একমাত্র ইসলামী সভ্যতাই পারে পুরো পৃথিবীকে এমন অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাবৎ মানবতা ও প্রাণীকূলকে রক্ষা করতে। আর এ বিষয়টি এখন স্বয়ং পশ্চিমা গবেষকেরাও বিশ্বাস করে থাকে।

কিন্তু, একটি সভ্যতা ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে সভ্যতা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী হয়ে যায়। আর বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানদের এহেন দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জ্ঞানের মৃত্যুবরণ। আর তাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ  জ্ঞানের পুনর্জাগরণের আন্দোলনে ভূমিকা রাখা। বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ একাডেমিয়ার তৈরিকৃত সিলেবাস থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের তরুণ ও যুবসমাজকে পাশ্চাত্য চিন্তার দাসত্ব থেকে রক্ষা করতে হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান ব্রিটিশ একাডেমিয়ার বিপরীতে গিয়ে আমাদের আত্মপরিচয়কে আরও বুলন্দ করবে, এমন একটি শক্তিশালী জ্ঞানের ইতিহাস সৃষ্টি করা এখন আমাদের সময়ের দাবি। অতীতের সাথে সম্পর্কহীনতা এবং বর্তমানকে যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারার মূল কারণ হলো জ্ঞানের সিলসিলাকে হারিয়ে ফেলা। এ দুঃখজনক বিষয়টিই আজ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরকে আচ্ছাদিত করেছে এবং সামঞ্জস্যহীন করে তুলেছে। তাই চিন্তাগত পরিসরে সঠিক বিন্যাস নিরূপণ করতেই ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানের মিরাসের বিভিন্ন অনালোচিত দিক এবং নতুন যুগে উৎপাদিত চিন্তা ও দিগদর্শনের সাথে বাংলাভাষী চিন্তাশীল যুবসম্প্রদায়কে পরিচয় করিয়ে দিতেই ত্রৈমাসিক মিহওয়ার কাজ করে যাচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যেই মিহওয়ারের ৯টি সংখ্যা পাঠকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। চিন্তাশীল তরুণ ও যুবসমাজ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে যেভাবে সাদর আগ্রহে গ্রহণ করেছেন, তা আমাদের অভিভূত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে জ্ঞানের একটি শক্তিশালী সিলসিলা হাজির করতে মিহওয়ারের নবীনতর সংযোজন মিহওয়ার দশম সংখ্যা, যা বহুমাত্রিক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং বহুমুখী বিষয়বস্তুর আলোকে সাজানো হয়েছে।

আমাদের এবারের সংখ্যায় 'ইসলামী চিন্তাদর্শন' বিভাগে থাকছে প্রখ্যাত সভ্যতাবিশারদ আলেম, বহুভাষী দার্শনিক ও মুতাফাক্কির প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ *মুসলিম উম্মাহ ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা*। এই প্রবন্ধে প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন পাশ্চাত্য কর্তৃক তৈরিকৃত বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম উম্মাহর অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। একইসাথে একজন মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে দ্বীন এবং সভ্যতার আত্মপরিচয়কে ধারণ করে আমরা বর্তমান পাশ্চাত্যের তৈরিকৃত বিশ্বব্যবস্থার মুখোমুখি কীভাবে হবো, তা তিনি এই প্রবন্ধে অসাধারণভাবে হাজির করেছেন। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক এবং জ্ঞান ও সভ্যতা বিষয়ক গবেষক বুরহান উদ্দিন আজাদ।

ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন চিন্তাধারা নিয়ে ধারাবাহিক আয়োজনে এবারের 'মুসলিম চিন্তাধারা' বিভাগে থাকছে *ইসলামী চিন্তাদর্শনে জাহেরী ধারা* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। ইসলামী চিন্তার ইতিহাসে জাহেরী ধারা গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হিসেবে স্থান অধিকার করে আছে। একইসাথে একটি একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে টিকে না থাকলেও এর প্রভাব বর্তমানে বিদ্যমান অনেক ধারার উপর শক্তিশালীভাবে বিদ্যমান। জাহেরী চিন্তাদর্শন নিয়ে লেবাননের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. উমর ফররুখ-এর এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ গবেষক ও অনুবাদক জান্নাত আরা তাবাসসুম।

'উসূল ও মাকাসিদ' বিভাগে থাকছে আমাদের *নববী সীরাতে ফিকহুল মীযানের প্রামাণ্যতা* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। প্রফেসর ড. আলী আল-কারাদাগীর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ গবেষক ও অনুবাদক আব্দুস সালাম।

'আখলাক ও নন্দনতত্ত্ব' বিভাগে থাকছে *শিল্পকলা ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক: ইসলামী দৃষ্টিকোণ* শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রখ্যাত দার্শনিক ও মুতাফাক্কির প্রফেসর ড. সাইয়েদ হোসাইন নাসর-এর গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক মুশফিকুর রহমান। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধে তিনি শিল্পকলা এবং আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ককে ইসলামী সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পের স্থান কোথায় এবং ইসলাম কীভাবে আধ্যাত্মিকতাকে অগ্রাহ্য না করে একটি শিল্পধারণা প্রস্তাব করে, সে বিষয়টি তিনি চমৎকারভাবে এখানে তুলে ধরেছেন।

'রাজনীতি ও অর্থনীতি' বিভাগে থাকছে *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন* শীর্ষক প্রবন্ধ। লিখেছেন তরুণ প্রকৌশলী ও গবেষক নাজমুস সাকিব নাঈম। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, ইসলামী সভ্যতায় উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় এবং সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ইসলাম কোন কোন মূলনীতি দিয়েছে। ইসলামী সভ্যতায় সামগ্রিক উন্নয়নের যে ধারণা প্রস্তাব করে, পাশ্চাত্যের পক্ষে আদৌ সেসব বৈশিষ্ট্যসমূহকে পূরণ করা সম্ভব কিনা, এই প্রশ্ন তুলে লেখক দেখিয়েছেন যে, ইসলামী সভ্যতার পক্ষেই কেবল সত্যিকার আদালতপূর্ণ উন্নয়নের ধারণা তুলে ধরা সম্ভব।

'সমাজ ও সংস্কৃতি' বিভাগে থাকছে *একুশ শতকের যুবমানসে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও বাংলাদেশ: নয়া ব্যবস্থাপনায় আমাদের ভাবনা* শীর্ষক প্রবন্ধ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বিগত তিন দশকে আমাদের যুবমানসের সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক উত্থান-পতনের পেছনের কারণগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। পর্যালোচনার পাশাপাশি জুলাই পরবর্তী নয়া ব্যবস্থাপনায় যুবসমাজকে নিয়ে আমাদের প্রস্তাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, তা নিয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি করেছেন ত্রৈমাসিক মিহওয়ার-এর সহ-সম্পাদক মিফতাহুর রহমান।

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ডি-৮' বিভাগে থাকছে *বিশ্বব্যবস্থার ভূমিকম্প: সংকটের রাজনীতি ও নতুন দিগন্ত* শীর্ষক প্রবন্ধ। তরুণ চিন্তক সালমান মাহফুজের কলমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা সারচিত্র ফুটে উঠেছে এই লেখায়। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার উত্থান-পতন ও তার পরিবর্তনের ধাপগুলোকে লেখক চিহ্নিত করেছেন এবং একইসাথে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা কীভাবে টিকে আছে এবং একটি আদালতপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কেন আমাদের ইসলামী সভ্যতার ধারণার মুখাপেক্ষী হতে হবে সে বিষয়টিও তিনি হাজির করেছেন।

গত শতকের অন্যতম প্রখ্যাত আলেম, দার্শনিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও মুতাফাক্কির প্রফেসর ড. সাইয়েদ নকীব আল আত্তাস-এর ইন্তেকালে মিহওয়ার-এর পক্ষ থেকে তার স্মরণে আমরা ক্ষুদ্র একটি আয়োজন রেখেছি। একইসাথে এবারের প্রচ্ছদে তার জ্ঞান ও চিন্তার বিষয়টিকে আমরা থিম হিসেবে সামনে রেখেছি।

'সাইয়েদ নকীব আল আত্তাস-এর স্মরণে' বিভাগে থাকছে সাইয়েদ নকীব আল আত্তাসের ম্যাগনাম ওপাস *প্রোলেগোমেনা টু দ্য মেটাফিজিক্স অব ইসলাম* গ্রন্থটির পর্যালোচনা। আত্তাসের ভাবনায় ইসলামী সভ্যতার মূলনীতির আলোকে প্রস্তাবিত বিশ্বদর্শনের কাঠামো ও ভিত্তি নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটিকে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প হিসেবে পাঠ করার আলোচনা উপস্থাপন করেছেন *'মিহওয়ার'*-এর সহকারী সম্পাদক সা'দ মুসান্না।

একইসাথে থাকছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ড. জাফর পারাম্বুরের কলমে আত্তাসের স্মৃতিচারণমূলক একটি প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন সাব্বির হাসান সিফাত।

এই মহান দার্শনিককে স্মরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটি পাঠকদের জন্য উপকারী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আশা করি পাঠকগণ এই দু'টি লেখার মাধ্যমে সাইয়েদ নকীব আল আত্তাস-এর জীবন ও চিন্তাদর্শন সম্পর্কে নতুন কিছু ধারণা পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, মিহওয়ারের কাঠামো থেকে শুরু করে সার্বিক বিষয় নিয়ে যেকোনো সমালোচনা, পরামর্শ ও পর্যালোচনাকে স্বাগত জানাই। বরাবরের ন্যায় এবারও সময়ের সেরা চিন্তাবিদগণ ও তরুণ চিন্তকদের লেখনীর মেলবন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস ও নতুনত্বের ছোঁয়ায় উপস্থাপিত হবে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ মিহওয়ার এর দশম সংখ্যা। মহান রবের নিকট আমাদের চাওয়া, জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানকে উপজীব্য করে নতুন ধারা তৈরির এই মহান আন্দোলনে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু যেন সামান্যতম হলেও অবদান রাখতে পারে।

# মুসলিম উম্মাহ এবং আগামীর বিশ্বব্যবস্থা

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন আজাদ

'মুসলিম উম্মাহ এবং আগামীর বিশ্বব্যবস্থা' এ বিষয়টি আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। একইভাবে এটিকে মুসলিম উম্মাহ ও সমগ্র মানবতার ভবিষ্যৎ বলেও বিবেচনা করা যেতে পারে। মানবজাতি যদি তার জাতিগত অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তবে সে বাস্তবতা অনেকাংশে মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। মুসলমানগণ যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তবে সমগ্র মানবজাতি এক গভীর বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে; এমনকি মানবজাতির অস্তিত্বই বিলুপ্তির আশঙ্কায় পড়তে পারে।

কারণ, পাশ্চাত্য গত দুই শতাব্দীতে যে বিপুল শক্তি ও সক্ষমতা অর্জন করেছে, তা তারা এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে এর ধারা অব্যাহত থাকলে সমগ্র মানবসভ্যতা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকালে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, এ শক্তি তারা চাইলে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে পারতো; এ পথে তাদের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতাও ছিলো না। কিন্তু বাস্তবে তারা সে সম্ভাবনাকে কল্যাণকর পথে পরিচালিত না করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুযায়ী ব্যবহার করেছে। পাশ্চাত্য কী বা তা আজ কোন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে আজকে গাজা। গাজাকে দেখলেই বুঝা যায় পাশ্চাত্য কী এবং তারা কী করতে চায়। আজকে গাজায় যা হচ্ছে এটি কোনো যুদ্ধ নয়, বরং পাশ্চাত্য গাজার মধ্য দিয়ে তার প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছে।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় কোনো অঞ্চলই আর নিরাপদ নয়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, পোল্যান্ড, আফ্রিকা, ফিলিস্তিন কিংবা বাংলাদেশ- সব জায়গার মানুষই কোনো না কোনোভাবে বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার প্রভাবের মধ্যে রয়েছে। আজকের বিশ্বে প্রধান পরাশক্তিগুলোর হাতে বিপুল ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র বিদ্যমান। এগুলো তারা যেকোনো সময় ব্যবহার করতে পারে এবং এমনটি ঘটলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেক্ষেত্রে মানবজাতির অস্তিত্বই মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে নিপতিত